রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

মঙ্গলবার, নভেম্বর ২৫, ২০২৫

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি মন্ত্রণালয়
সার ব্যবস্থাপনা ও মনিটরিং

নং **১২.০০.০০০০.০৩১.৪০.০০১.২৫-৮২** তারিখ: ২৮ কার্তিক, ১৪৩২/ ১৩ নভেম্বর, ২০২৫

বিষয়: সার ডিলার নিয়োগ ও সার বিতরণ সংক্রান্ত সমন্বিত নীতিমালা-২০২৫ বাস্তবায়ন

সার বিতরণ ব্যবস্থা সুশৃঙ্খল করে কৃষকের নিকট সময়মতো সার সহজলভ্য করার লক্ষ্যে 'সার বিষয়ক জাতীয় সমন্বয় ও পরামর্শক কমিটি'র অনুমোদনক্রমে 'সার ডিলার নিয়োগ ও সার বিতরণ সংক্রান্ত সমন্বিত নীতিমালা-২০২৫' প্রণয়ন করা হয়েছে। এ নীতিমালার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যসমূহ নিম্নরূপ:

- নীতিমালাটি সময়োপযোগী ও সংশ্লিষ্টদের জবাবদিহিতা নিশ্চিতকল্পে প্রণীত;
- সার ডিলার নিয়োগ ও সার বিতরণ সংক্রান্ত বিদ্যমান দুইটি পৃথক নীতিমালার পরিবর্তে একক নীতিমালার আওতায় বিসিআইসি, বিএডিসি ও বেসরকারি মাধ্যমে সংগৃহীত সার বিতরণ কার্যক্রম পরিচালনা;
- ইউনিয়ন, পৌরসভা এবং সিটি কর্পোরেশনে সার ডিলার ইউনিটের সংখ্যা সুনির্দিষ্টকরণ;
- একই পরিবারে একাধিক ডিলার নিয়োগের সুযোগ বাতিলকরণ;
- ডিলারের কার্যক্রম আরো নিবিড়ভাবে মূল্যায়নের মাধ্যমে ডিলারশীপ বাতিল বা নবায়নের কার্যক্রম গ্রহণ;
- অনিয়ন্ত্রিত সাব ডিলার বা খুচরা বিক্রেতা ব্যবস্থা রহিতকরণ।

০২। 'সার ডিলার নিয়োগ ও সার বিতরণ সংক্রান্ত সমন্বিত নীতিমালা-২০২৫' আগামী ১৬ নভেম্বর ২০২৫ তারিখ থেকে কার্যকর হবে। এ নীতিমালা সুষ্ঠুভাবে কার্যকর করার জন্য নিম্নরূপ কতিপয় ব্যবস্থা গ্রহণ জরুরি:

মূল্য : টাকা ৩০.০০

(ক) ইউনিয়ন ও পৌরসভার ক্ষেত্রে প্রতি তিনটি ওয়ার্ড নিয়ে গঠিত ডিলার ইউনিটে (কৃষি ব্লকে) একজন করে প্রতি ইউনিয়ন/ পৌরসভায় সর্বোচ্চ ০৩ (তিন) জন করে সার ডিলারকে দায়িত্ব প্রদান করতে হবে। বর্তমানে নিয়োজিত বিসিআইসি ও বিএডিসি ডিলারদের মধ্যে উক্তরূপে দায়িত্ব পুনর্বন্টনের পর যদি কোনো ডিলার ইউনিট শূন্য থাকে, সেসব ডিলার ইউনিটে এই নীতিমালার আলোকে নতুন ডিলার নিয়োগের ব্যবস্থা নিতে হবে;

(খ) সিটি কর্পোরেশন এলাকায় উল্লেখযোগ্য পরিমাণ ফসলি জমি থাকলে এবং ডিলার নিয়োগ যৌক্তিকভাবে প্রয়োজন হলে প্রতি সিটি কর্পোরেশনে সার ডিলার নিয়োগ দেয়া যাবে। তবে, কৃষি জমির পরিমাণ ও ফসলের নিবিড়তার উপর ভিত্তি করে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সুপারিশের ভিত্তিতে ‘সার ডিলার সংক্রান্ত কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপনা কমিটি’র অনুমোদনক্রমে সিটি কর্পোরেশনে ডিলার সংখ্যা নির্ধারিত হবে। সিটি কর্পোরেশন এলাকায় সার ডিলারের সংখ্যা নিরূপণের জন্য সংশ্লিষ্ট জেলার উপপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর জরুরীভিত্তিতে উক্ত সিটি কর্পোরেশন এলাকায় কৃষি জমির পরিমাণ ও ফসলের নিবিড়তার ভিত্তিতে জরিপ কার্য পরিচালনা করবেন। পরিচালিত জরিপের তথ্যের ভিত্তিতে তিনি উক্ত সিটি কর্পোরেশন এলাকার জন্য সার ডিলারের সংখ্যা প্রস্তাব আকারে জেলা সার ও বীজ মনিটরিং কমিটিতে পেশ করবেন। উক্তরূপে জেলা সার ও বীজ মনিটরিং কমিটিতে বিবেচিত প্রস্তাবটি ‘সার ডিলার সংক্রান্ত কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপনা কমিটি’র অনুমোদনক্রমে বাস্তবায়ন করা হবে;

(গ) এভাবে প্রতিটি ইউনিয়নে ৩টি, পৌরসভায় ৩টি এবং সিটি কর্পোরেশনের জন্য কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সুপারিশের ভিত্তিতে ‘সার ডিলার সংক্রান্ত কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপনা কমিটি’ কর্তৃক নির্ধারিত সংখ্যক ডিলার ইউনিট থাকবে। উল্লেখ্য, ইউনিয়ন, পৌরসভা, উপজেলা, জেলা এবং সিটি কর্পোরেশন এলাকার জন্য উক্তরূপে নির্ধারিত ডিলার ইউনিটের সংখ্যার অতিরিক্ত সংখ্যক ডিলার নিয়োগ করা যাবে না;

(ঘ) ইউনিয়ন পর্যায়ে নিয়োগ/দায়িত্বপ্রাপ্ত ডিলার তার অধিক্ষেত্রে অর্থাৎ নির্ধারিত তিনটি ওয়ার্ডের প্রতিটিতে তার নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় একটি করে খুচরা বিক্রয় কেন্দ্র স্থাপন করবেন। পৌরসভার নিয়োগ/দায়িত্বপ্রাপ্ত ডিলারও উপজেলা/ জেলা সার ও বীজ মনিটরিং কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে পৌরসভার সুবিধাজনক স্থানে অনধিক তিনটি খুচরা বিক্রয় কেন্দ্র স্থাপন করবে। অনুরূপভাবে সিটি কর্পোরেশনের জন্য নিয়োগ/ দায়িত্বপ্রাপ্ত ডিলার তার অধিক্ষেত্রে একইভাবে জেলা সার ও বীজ মনিটরিং কমিটির অনুমোদনের আলোকে সুবিধাজনক স্থানে প্রয়োজনীয় সংখ্যক খুচরা বিক্রয় কেন্দ্র স্থাপন করবে;

(ঙ) আলাদাভাবে কোনো সাব-ডিলার বা খুচরা সার বিক্রেতা থাকবে না। তবে, বিদ্যমান সাব-ডিলার বা খুচরা সার বিক্রেতাগণ এই নীতিমালা জারির পর ৩১ মার্চ ২০২৬ তারিখের মধ্যে তাদের সমুদয় দায়-দেনার নিষ্পত্তি করবেন। ৩১ মার্চ ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত সাব-ডিলার বা খুচরা সার বিক্রেতাগণ পূর্বের নিয়মে সার ক্রয়-বিক্রয় করতে পারবে;

(চ) উপ-অনুচ্ছেদ-ঘ তে বর্ণিত মেয়াদ অতিক্রান্ত হওয়ার পর ডিলারগণ কৃষক ব্যতীত কোনো খুচরা বিক্রেতার নিকট সার বিক্রয় করতে পারবে না। ডিলার তার জন্য নির্ধারিত নিজস্ব বিক্রয় কেন্দ্র ব্যতীত অন্য কোনো স্থান বা কারো মাধ্যমে সার বিক্রয় বা সরবরাহ করতে পারবে না;

(ছ) ইউনিয়ন, পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশনে পূর্ব হতে নিয়োজিত সংখ্যার সঙ্গে সমন্বয় করে অবশিষ্টসংখ্যক শূন্য ইউনিটে নতুন ডিলার নিয়োগ দেওয়া যাবে। এই পরিপত্র জারির ১৫ (পনেরো) দিনের মধ্যে উপজেলা/ জেলা সার ও বীজ মনিটরিং কমিটি তার অধিক্ষেত্রের আওতাধীন ডিলার ইউনিটের মোট সংখ্যা ও প্রতিটি ইউনিটের কার্য এলাকা নির্ধারণপূর্বক এই নীতিমালার আলোকে বিদ্যমান ডিলারদের দায়িত্ব বন্টন/ পুনর্বন্টন করবে। এভাবে বিদ্যমান ডিলারদের দায়িত্ব বন্টন/পুনর্বন্টনের পর কোনো ডিলার ইউনিট শূন্য থাকলে, জেলা সার ও বীজ মনিটরিং কমিটি সেখানে নতুন ডিলার নিয়োগের কার্যক্রম গ্রহণ করবে। সমগ্র জেলার শূন্য ইউনিটের তালিকা প্রস্তুত করে একইসাথে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি দিতে হবে;

(জ) 'সার ডিলার নিয়োগ ও সার বিতরণ সংক্রান্ত সমন্বিত নীতিমালা-২০২৫' এর আওতাধীন সকল ডিলার সরকার নিযুক্ত, সরকারি নিবন্ধনকৃত ও সরকারি তালিকাভুক্ত সার ডিলার হিসেবে বিবেচিত হবেন। এক্ষেত্রে বিসিআইসি ডিলার বা বিএডিসি ডিলার নামক কোনো বিভাজন থাকবে না। সকল ডিলার সরকারের সিদ্ধান্ত মোতাবেক তার অধিক্ষেত্রের মাসিক অনুমোদিত চাহিদা অনুযায়ী যথানিয়মে ইউরিয়া ও নন-ইউরিয়া উভয় প্রকার সার বরাদ্দ পাবেন।

৩। নীতিমালাটি কৃষি মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইট www.moa.gov.bd এ প্রকাশ করা হয়েছে। নীতিমালা সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন বা ব্যাখ্যায় অস্পষ্টতা থাকলে কৃষি মন্ত্রণালয়ের ০২-৫৫১০০৩৫১ বা ০২-৫৫১০০৪৯৫ ফোন নম্বরে যোগাযোগ করে জানা যাবে।

৪। নীতিমালাটি এতদসংগে গেজেটে প্রকাশ করা হলো।

আহমেদ ফয়সল ইমাম
অতিরিক্ত সচিব।

সার ডিলার নিয়োগ ও সার বিতরণ সংক্রান্ত **সমন্বিত নীতিমালা-২০২৫**

১। নীতিমালার উদ্দেশ্য, ডিলারের সংখ্যা ও কার্যএলাকা

১.১ ইউনিয়ন, পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশন এলাকায় সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ইউনিটভিত্তিক ডিলার নিয়োগের ব্যবস্থা সুদৃঢ় করে সার বিতরণ ব্যবস্থা কৃষকবান্ধব করাই এই নীতিমালার মূল উদ্দেশ্য। ডিলারের কার্যএলাকা তথা কৃষি ব্লক/ডিলার ইউনিটই হবে সার বিতরণের কেন্দ্রবিন্দু। প্রতি তিনটি ওয়ার্ড নিয়ে গঠিত কৃষি ব্লকে একজন করে প্রতি ইউনিয়নে সর্বোচ্চ ৩ (তিন) জন সার ডিলার নিয়োগ করা যাবে। কৃষি জমির পরিমাণ ও ফসলের নিবিড়তার উপর ভিত্তি করে দেশের প্রতিটি পৌরসভায় ৩ (তিন) জন ডিলার নিয়োগ দেওয়া যাবে। সিটি কর্পোরেশন এলাকায় উল্লেখযোগ্য পরিমাণ ফসলি জমি থাকলে এবং ডিলার নিয়োগ যৌক্তিকভাবে প্রয়োজন হলে উক্ত এলাকার সার ডিলারের সংখ্যা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সুপারিশের ভিত্তিতে অনুচ্ছেদ-৮ এ বর্ণিত সার ডিলার সংক্রান্ত কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত হবে। এভাবে প্রতিটি ইউনিয়নে ৩টি, পৌরসভায় ৩টি এবং সিটি কর্পোরেশনের জন্য কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সুপারিশের ভিত্তিতে সার ডিলার সংক্রান্ত কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক নির্ধারিতসংখ্যক ডিলার ইউনিট থাকবে। ইউনিয়ন, উপজেলা, জেলা এবং সিটি কর্পোরেশন এলাকার জন্য উক্তরূপে নির্ধারিত ডিলার ইউনিটের অতিরিক্ত সংখ্যক ডিলার নিয়োগ করা যাবে না;

১.২ ইউনিয়ন পর্যায়ে নিয়োগ/দায়িত্বপ্রাপ্ত ডিলার তার অধিক্ষেত্রে নির্ধারিত তিনটি ওয়ার্ডের প্রতিটিতে একটি করে খুচরা বিক্রয় কেন্দ্র স্থাপন করবেন। পৌরসভায় নিয়োগ/দায়িত্বপ্রাপ্ত ডিলারও উপজেলা সার ও বীজ মনিটরিং কমিটির সুপারিশ মোতাবেক সুবিধাজনক স্থানে অনধিক তিনটি খুচরা বিক্রয় কেন্দ্র স্থাপন করবে। অনুরূপভাবে সিটি কর্পোরেশনের জন্য নিয়োগ/দায়িত্বপ্রাপ্ত ডিলার তার অধিক্ষেত্রে একইভাবে জেলা সার ও বীজ মনিটরিং কমিটির সুপারিশ মোতাবেক সুবিধাজনক স্থানে প্রয়োজনীয়সংখ্যক খুচরা বিক্রয় কেন্দ্র স্থাপন করবে। আলাদাভাবে কোনো সাব-ডিলার বা খুচরা সার বিক্রেতা থাকবে না। ডিলার, কৃষক ব্যতীত অন্য কোনো বিক্রেতার নিকট সার বিক্রয় করতে পারবে না। ডিলার তার জন্য নির্ধারিত নিজস্ব বিক্রয় কেন্দ্র ব্যতীত অন্য কারও মাধ্যমে সার বিক্রয় বা সরবরাহ করতে পারবে না। ইউনিয়ন, পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশনে বর্তমানে নিয়োগকৃত ডিলারদের সংখ্যার সঙ্গে সমন্বয় করে অবশিষ্টসংখ্যক নতুন ডিলার নিয়োগ দেওয়া যাবে;

১.৩ সার ডিলার নিয়োগ ও সার বিতরণ সংক্রান্ত সমন্বিত নীতিমালা-২০২৫ এর আওতাধীন সকল ডিলার সরকার নিযুক্ত/সরকারি নিবন্ধনকৃত/সরকারি তালিকাভুক্ত সার ডিলার হিসেবে বিবেচিত হবেন। এক্ষেত্রে বিসিআইসি ডিলার এবং বিএডিসি ডিলার নামক কোনো বিভাজন থাকবে না। সকল ডিলার সরকারের সিদ্ধান্ত মোতাবেক তার অধিক্ষেত্রে মাসিক অনুমোদিত চাহিদা অনুযায়ী যথানিয়মে ইউরিয়া ও নন-ইউরিয়া সার বরাদ্দ পাবেন;

১.৪ ইউনিয়ন/পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশনে নতুন ডিলার নিয়োগের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন/পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশনের বাসিন্দাদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। কেবল ইউনিয়নের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নের সঙ্গে যোগাযোগের সহজতর সুবিধাজনক পার্শ্ববর্তী ইউনিয়নের বাসিন্দা দ্বিতীয় অগ্রাধিকার পাবেন। সংশ্লিষ্ট উপজেলার বাসিন্দা পরবর্তী অগ্রাধিকারপ্রাপ্য বলে বিবেচিত হবেন। তবে উপজেলায় যোগ্য কোনো আবেদনকারী না থাকলে জেলার বাসিন্দা সর্বশেষ অগ্রাধিকার পাবেন। জেলার বাইরের কোনো বাসিন্দাকে ডিলার হিসেবে নিয়োগ দেওয়া যাবে না। পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশনের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশনের বাসিন্দা ব্যতীত কাউকে নিয়োগ দেওয়া যাবে না।

২। ডিলার নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

২.১ ডিলার শূন্য থাকা সাপেক্ষে কোনো ডিলার ইউনিটের বিপরীতে নতুন ডিলার নিয়োগের ক্ষেত্রে জেলা সার ও বীজ মনিটরিং কমিটি স্থানীয়/জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় ও সংশ্লিষ্ট জেলা/উপজেলার ওয়েবসাইটে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। বিজ্ঞপ্তিতে সার ডিলারের কার্যএলাকা (ইউনিয়নের ওয়ার্ড/ পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশনের সুনির্দিষ্ট এলাকা) অবশ্যই উল্লেখ থাকতে হবে। বিজ্ঞপ্তি ব্যতীত ডিলার নিয়োগের জন্য কোনো আবেদন গ্রহণ করা যাবে না;

২.২ এছাড়া বহুল প্রচারের লক্ষ্যে জেলাপ্রশাসকের কার্যালয়, উপপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর-এর কার্যালয়, উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়, উপজেলা কৃষি কর্মকর্তার কার্যালয়, উপজেলা ভূমি অফিস, উপজেলা বিআরডিবি অফিস, উপজেলা সমবায় অফিস, থানা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার অফিস, স্থানীয় বিএডিসি (সার) ও বিসিআইসি অফিস এবং সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ/পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশন কার্যালয়ে বিজ্ঞপ্তি প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ; এবং

২.৩ আবেদন ফি বাবদ প্রাপ্ত অর্থ নন-ট্যাক্স রেভিনিউ (এনটিআর) হিসেবে সরকারি কোষাগারে জমা করা হবে। বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক ব্যয় সংশ্লিষ্ট জেলার উপপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের বার্ষিক বাজেট বরাদ্দ থেকে নির্বাহ করা যাবে।

৩। ডিলারশিপের জন্য আবেদনকারীর যোগ্যতা ও অযোগ্যতা

- **যোগ্যতা:**

৩.১ আবেদনকারীকে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নের/উপজেলার/পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশনের বাসিন্দা হতে হবে ও এর প্রমাণক হিসেবে জাতীয় পরিচয়পত্র এবং সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান/পৌরসভার মেয়র বা প্রশাসক/সিটি কর্পোরেশনের সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড কমিশনার অথবা দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক প্রদত্ত নাগরিকত্ব সনদ দাখিল করতে হবে;

৩.২ নিজ মালিকানায় অথবা ভাড়ায় সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন/পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশনের সংশ্লিষ্ট কার্য এলাকায় (ডিলার ইউনিটে) কমপক্ষে ৫০ মে.টন ধারণক্ষমতা সম্পন্ন গুদাম থাকতে হবে: তবে শর্ত থাকে যে, খাবারের দোকান/রেস্টুরেন্ট, গো-খাদ্য, মাছের খাবার, সবজি দোকানের সঙ্গে সার গুদাম করা যাবে না এবং একইভাবে সারের গুদামে বীজ ও বালাইনাশক সংরক্ষণ করা যাবে না;

৩.৩ বস্তাবন্দি সার যথাযথভাবে সংরক্ষণের জন্য গুদামের ভিটি স্বাভাবিক বন্যাসীমার চেয়ে উঁচু ও পাকা থাকতে হবে;

৩.৪ আবেদনকারীকে আর্থিকভাবে সচ্ছল হতে হবে এবং আর্থিক সচ্ছলতার প্রমাণক হিসেবে কমপক্ষে ১০.০০ (দশ) লক্ষ টাকার ব্যাংক সচ্ছলতার সাম্প্রতিক সনদ থাকতে হবে ;

৩.৫ ইউনিয়ন পরিষদ/পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক প্রদত্ত ট্রেড লাইসেন্স থাকতে হবে;

৩.৬ আবেদনকারীর বয়স ন্যূনতম ১৮ (আঠারো) বছর হতে হবে;

৩.৭ আবেদনকারীকে শারীরিক ও মানসিকভাবে সুস্থ ও চলাচলে সক্ষম হতে হবে; এবং

৩.৮ আবেদনকারীর টিআইএন থাকতে হবে।

- **অযোগ্যতা:**

৩.৯ ইতঃপূর্বে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা হিসেবে কারও সার ডিলারশিপ বাতিল হয়ে থাকলে তিনি আবেদনের অযোগ্য হবেন। পাশাপাশি ইতঃপূর্বে ব্যবসায়ে অনিয়ম/কোনো ফৌজদারি বা অন্য কোনো আইনে দণ্ডপ্রাপ্ত হয়ে থাকলে তিনি ডিলারশিপ আবেদনের জন্য অযোগ্য হবেন। তবে ফৌজদারি অপরাধে দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তি সাজাভোগের ২ (দুই) বছর পর আবেদন করতে পারবেন;

৩.১০ কোনো সরকারি কর্মচারী বা জনপ্রতিনিধি ডিলার হতে/থাকতে পারবেন না; এবং

৩.১১ সার ডিলার নিয়োগের ক্ষেত্রে একই পরিবারের একজনের ডিলারশিপ থাকলে অপর কেউ আবেদন করতে বা ডিলার থাকতে পারবেন না। এক্ষেত্রে পরিবারের সংজ্ঞার্থ দেশে বিদ্যমান প্রচলিত আইন দ্বারা নির্ধারিত হবে।

৪। **সারের ডিলারশিপের জন্য আবেদনপত্র জমাদানের শর্ত ও প্রয়োজনীয় কাগজ-পত্র**

৪.১ আবেদনকারীকে নির্ধারিত ছকে **(পরিশিষ্ট-০১)** আবেদন প্রস্তুত করে তার প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব লেটার প্যাডে পরিচায়ক পত্র (Cover Letter)সহ আবেদন দাখিল করতে হবে;

৪.২ আবেদনপত্রের সঙ্গে নিম্নবর্ণিত দলিলাদি/কাগজ-পত্র জমা দিতে হবে:

(ক) জাতীয় পরিচয়পত্র ও স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ইস্যুকৃত নাগরিকত্ব সনদ;

(খ) সাম্প্রতিক তোলা ৩ (তিন) কপি পাসপোর্ট সাইজ ছবি;

(গ) হালনাগাদ ট্রেড লাইসেন্স;

(ঘ) দোকান ও গুদামের পরিমাপের বর্ণনাসহ মালিকানা/ভাড়ার চুক্তিনামার কপি;

(ঙ) ব্যাংক সচ্ছলতার সাম্প্রতিক সনদ;

(চ) সার ব্যবস্থাপনা আইন ও সার ব্যবস্থাপনা বিধিমালা অনুসারে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কর্তৃক প্রদত্ত সার সংরক্ষণ, বিতরণ, বিপণন ইত্যাদি কাজের জন্য নিবন্ধন সনদ;

(ছ) আবেদনকারী কর্তৃক স্বাক্ষরিত স্থানীয় জনপ্রতিনিধি কর্তৃক প্রত্যয়িত পরিবারের সদস্যদের পেশাসহ (পিতা, মাতা, পুত্র, অবিবাহিত কন্যা এবং নির্ভরশীল ভাই ও বোন) তালিকা; এবং

(জ) হালনাগাদ আয়কর রিটার্ন দাখিলের সনদ।

৪.৩ ডিলারশিপের জন্য আবেদনকারীর কৃষি উপকরণ সংক্রান্ত ব্যবসায়ের পূর্ব অভিজ্ঞতা থাকলে তার বিবরণ (প্রমাণাদিসহ) দাখিল করতে হবে;

৪.৪ আবেদনপত্রের সঙ্গে আবেদন ফি বাবদ অফেরতযোগ্য ২০০০.০০ (দুই হাজার) টাকার পোস্টাল অর্ডার/পে-অর্ডার/ডিমান্ড ড্রাফট জেলা সার ও বীজ মনিটরিং কমিটির সভাপতি বরাবর জমা দিতে হবে;

৪.৫ একই সঙ্গে সংশ্লিষ্ট জেলাপ্রশাসক ও সভাপতি, জেলা সার ও বীজ মনিটরিং কমিটি বরাবর আর্নেস্টমানি বাবদ ১০,০০০/-(দশ হাজার) টাকার পে-অর্ডার/ডিমান্ড ড্রাফট (ফেরতযোগ্য) সংযোজন করতে হবে। আবেদনপত্র যাচাইকালে কোনোরূপ তথ্যগত বা দালিলিক অসত্যতা অথবা সংযুক্ত কাগজপত্র নকল বা জাল প্রমাণিত হলে উক্ত আবেদনপত্র বাতিল ঘোষণা করা হবে এবং আর্নেস্টমানি বাবদ জমাকৃত পে-অর্ডার/ডিমান্ড ড্রাফট বাজেয়াপ্ত হবে। ফলাফল প্রকাশের পর জেলাপ্রশাসক অনির্বাচিত আবেদনকারীদের আর্নেস্টমানি বাবদ জমাকৃত পে-অর্ডার/ডিমান্ড ড্রাফট ১০ (দশ) কর্মদিবসের মধ্যে ফেরত প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। নির্বাচিত আবেদনকারীর আর্নেস্টমানি ডিলার নিয়োগের চুক্তি স্বাক্ষরের পর ফেরত প্রদান করা হবে।

৫। ডিলার নিয়োগ প্রক্রিয়া

৫.১ জেলা সার ও বীজ মনিটরিং কমিটির সদস্যসচিব, উপপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর তাঁর জেলাধীন ইউনিয়ন/পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশনের আওতাভুক্ত শূন্য (ডিলারবিহীন) ডিলার ইউনিটের তালিকা প্রস্তুত করে জেলা সার ও বীজ মনিটরিং কমিটির সভায় পেশ করবেন। জেলা সার ও বীজ মনিটরিং কমিটি ইউনিয়ন/পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশনের আওতাভুক্ত শূন্য ডিলার ইউনিটের বিপরীতে নতুন করে সার ডিলার নিয়োগের জন্য অনুচ্ছেদ-২ এর আলোকে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করবে। জেলা সার ও বীজ মনিটরিং কমিটি উক্ত বিজ্ঞপ্তির ভিত্তিতে প্রাপ্ত দরখাস্ত/আবেদনপত্র যথানিয়মে রেকর্ডভুক্ত করে যাচাই-বাছাইপূর্বক মতামত প্রদানের জন্য সংশ্লিষ্ট উপজেলা সার ও বীজ মনিটরিং কমিটির নিকট প্রেরণ করবে। উপজেলা সার ও বীজ মনিটরিং কমিটি আবেদনপত্রের তথ্যাদি সরেজমিন যাচাই করে মতামতসহ জেলা কমিটির নিকট প্রেরণ করবে। জেলা সার ও বীজ মনিটরিং কমিটি উপজেলা কমিটি হতে প্রাপ্ত মতামত পর্যালোচনা/যাচাই-বাছাইপূর্বক প্রতিটি ডিলার ইউনিটের বিপরীতে প্রাপ্ত আবেদনগুলোর মধ্যে যোগ্য আবেদনকারীদের তালিকার অগ্রাধিকারক্রম প্রস্তুত করে মতামতসহ অনুচ্ছেদ-৮ ও উপ-অনুচ্ছেদ ৫.২ এ বর্ণিত সার ডিলার সংক্রান্ত কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপনা কমিটি-এর নিকট প্রেরণ করবে। তবে, কোনো প্রশাসনিক এলাকায় ডিলার ইউনিটের সংখ্যার চেয়ে বিদ্যমান ডিলার বেশি হলে এবং উক্ত প্রশাসনিক এলাকার আওতাভুক্ত কোনো ডিলার ইউনিটে ডিলার পদ শূন্য হলে নতুন বিজ্ঞপ্তি না দিয়ে সেই এলাকাধীন বিদ্যমান অতিরিক্ত ডিলারদের মধ্য থেকে সমন্বয় করা যাবে।

৫.২ এ নীতিমালার আলোকে সার ডিলার নিয়োগ ও বাতিলের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের নিমিত্ত কৃষি মন্ত্রণালয়, শিল্প মন্ত্রণালয়, বিসিআইসি, বিএডিসি এবং কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপযুক্ত প্রতিনিধিগণের সমন্বয়ে অনুচ্ছেদ-৮ অনুযায়ী গঠিত একটি কেন্দ্রীয় কমিটি (সার ডিলারসংক্রান্ত কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপনা কমিটি) দায়িত্ব পালন করবে। উক্ত কমিটি জেলা সার ও বীজ মনিটরিং কমিটি কর্তৃক সুপারিশকৃত আবেদনপত্রসমূহ পর্যালোচনাপূর্বক প্রতিটি ডিলার ইউনিটের জন্য ০১ (এক) জন ডিলার নিয়োগের জন্য নির্বাচন করে চূড়ান্ত তালিকা জেলা সার ও বীজ মনিটরিং কমিটির নিকট প্রেরণ করবে। অতঃপর সংশ্লিষ্ট জেলা সার ও বীজ মনিটরিং কমিটির পক্ষে সভাপতি (জেলাপ্রশাসক) ও সদস্য-সচিব (উপপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর) অনুচ্ছেদ ৬ এ বর্ণিত শর্তাবলি প্রতিপালনসাপেক্ষে সংশ্লিষ্ট ডিলার ইউনিটের বিপরীতে একজন ডিলার নিয়োগ করবেন।

৫.৩ যাচাই-বাছাইকালে অগ্রাধিকার ক্রম নির্ধারণ

(ক) যদি ইউনিয়ন/পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশনের কোনো ডিলার ইউনিটের বিপরীতে কেবল একজন বাসিন্দা আবেদন করেন ও অন্যান্য যোগ্যতা পূরণে সফল হন, তবে তিনি নির্বাচিত হবেন;

(খ) যদি ইউনিয়ন/পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশনের একাধিক বাসিন্দা কোনো ডিলার ইউনিটের বিপরীতে আবেদন করেন, সেক্ষেত্রে—যার নিজস্ব গুদাম আছে তিনি অগ্রাধিকার পাবেন। যদি একাধিক আবেদনকারীর নিজস্ব গুদাম থাকে, তবে যার গুদামের আয়তন বেশি তিনি অগ্রাধিকার পাবেন;

(গ) যদি আবেদনকারী সকলেরই ভাড়া করা গুদাম থাকে অথবা নিজস্ব গুদামের আয়তন একই হয়, তবে যার ব্যবসায়ের অভিজ্ঞতা ও বিদ্যমান ব্যবসায়ের পরিধি বেশি তিনি অগ্রাধিকার পাবেন;

(ঘ) যদি কোনো আবেদনকারী এই নীতিমালা কার্যকর হওয়ার অব্যবহিত পূর্বে কোনো সময় পর্যন্ত বিএডিসি/বিসিআইসি-এ সার ডিলার হিসেবে কর্মরত থাকেন এবং অন্যান্য যোগ্যতা পূরণে সফল হন তাহলে তিনি সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার পাবেন;

(ঙ) এই নীতিমালা কার্যকর হওয়ার অব্যবহিত পূর্বে বিএডিসি/বিসিআইসি-এ সার ডিলার হিসেবে কর্মরত ছিলেন এমন আবেদনকারীর সংখ্যা একাধিক হলে অথবা কোনো আবেদনকারীই পূর্বে কর্মরত না থাকলে তাদের অগ্রাধিকারক্রম উপ-অনুচ্ছেদ ৫.৩ এর (ক) থেকে (ঘ) অনুযায়ী নির্ধারিত হবে;

(চ) ইউনিয়ন/পৌরসভার বাইরের আবেদনকারীর ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন/পৌরসভা থেকে নিকটতম স্থানের বাসিন্দা অগ্রাধিকার পাবেন। তারাও গুদামের মালিকানা ও আয়তন, ব্যবসার অভিজ্ঞতা ও বিদ্যমান ব্যবসার পরিধির ক্রমানুসারে অগ্রাধিকার পাবেন; এবং

(ছ) উপর্যুক্ত ধাপসমূহ অতিক্রম করেও যদি সমযোগ্যতাসম্পন্ন একাধিক আবেদনকারী থাকে, তবে লটারির মাধ্যমে অগ্রাধিকারক্রম চূড়ান্ত করা যাবে।

৬। জামানত ও চুক্তি সম্পাদন

৬.১ প্রত্যেক নির্বাচিত আবেদনকারীকে চুক্তি সম্পাদনকালে সার ব্যবস্থাপনা আইন ও সার ব্যবস্থাপনা বিধিমালা অনুসারে সার সংরক্ষণ, বিতরণ, বিপণন, পরিবহন ইত্যাদি কাজের জন্য কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কর্তৃক প্রদত্ত নিবন্ধন দাখিল করতে হবে;

৬.২ প্রত্যেক নির্বাচিত আবেদনকারী স্থায়ী জামানত জমা প্রদানের বিষয় অবহিত হওয়ার পর ১০ (দশ) কর্মদিবসের মধ্যে তফসিলভুক্ত ব্যাংক হতে ইস্যুকৃত পে-অর্ডার/ডিমান্ড ড্রাফট-এর মাধ্যমে জেলা সার ও বীজ মনিটরিং কমিটি'র অনুকূলে ৫,০০,০০০.০০ (পাঁচ লক্ষ) টাকা জমা দিবেন। তবে নির্দিষ্ট ১০ (দশ) কর্মদিবসের মধ্যে জামানতের টাকা পরিশোধে ব্যর্থ হলে আবেদনপত্র বাতিল বলে গণ্য হবে এবং আর্নেস্টমানি বাবদ প্রদত্ত ১০,০০০.০০ (দশ হাজার) টাকার পে-অর্ডার/ডিমান্ড ড্রাফট বাজেয়াপ্ত করা হবে। জামানত প্রাপ্তির পর মনোনীত আবেদনকারীকে জেলা সার ও বীজ মনিটরিং কমিটির সভাপতির সঙ্গে ৩০০/- (তিনশত) টাকার নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে ডিলারশিপ চুক্তি সম্পাদন করতে হবে;

৬.৩ উক্তরূপে মনোনয়নপ্রাপ্ত ডিলার নির্ধারিত শর্তাবলি পালন করতে বাধ্য থাকবেন মর্মে ৩০০/- (তিনশত) টাকার নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে একটি অংগীকারনামা স্বশরীরে উপস্থিত হয়ে স্বাক্ষরপূর্বক সংশ্লিষ্ট জেলা সার ও বীজ মনিটরিং কমিটির সভাপতি (জেলাপ্রশাসক) বরাবর দাখিল করবেন;

৬.৪ ডিলারশিপ প্রদানের পরবর্তী পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট ডিলার কর্তৃক পেশকৃত কাগজপত্রে কোনো প্রকার অসত্যতা প্রমাণিত হলে ডিলারশিপ বাতিল হবে এবং সংশ্লিষ্ট ডিলার কর্তৃক প্রদত্ত সমুদয় জামানত বাজেয়াপ্ত করা হবে। তদুপরি কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনবোধে প্রতারণার দায়ে তার বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা দায়ের করতে পারবে।

৭। সার ডিলার নবায়ন

৭.১ নিয়োগপ্রাপ্ত সকল ডিলারকে নিয়োগের পরবর্তী প্রতি ২ (দুই) বছর অন্তর ডিলারশিপ নবায়ন করতে হবে। তবে অর্থবছরের যে সময়েই নতুন ডিলার নিয়োগ প্রদান করা হোক না কেনো, পরবর্তী অর্থবছরের জুন মাসে তার মেয়াদ ২ (দুই) বছর পূর্ণ হয়েছে বিবেচনায় অন্যান্য ডিলারদের সঙ্গে নবায়ন কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। উক্তরূপে ডিলারশিপের মেয়াদ ৩০ (ত্রিশ) জুনে উত্তীর্ণ হওয়ার ২ (দুই) মাস পূর্বে (এপ্রিল) সংশ্লিষ্ট জেলাপ্রশাসক ও সভাপতি, জেলা সার ও বীজ মনিটরিং কমিটির নিকট নবায়নের আবেদন করতে হবে। আবেদনের সংগে নবায়ন ফি বাবদ ২,০০০ (দুই হাজার) টাকা (অফেরতযোগ্য) জমা দিতে হবে। তবে ৫০০ (পাঁচশত) টাকা বিলম্ব ফিসহ মোট ২৫০০ (দুই হাজার পাঁচশত) টাকা প্রদানসাপেক্ষে নবায়নের আবেদনের মেয়াদ উত্তীর্ণের পরবর্তী ১৫ (পনেরো) কর্মদিবসের মধ্যে আবেদন করা যাবে। এর পরে আর কোনো আবেদন গ্রহণযোগ্য হবে না। আবেদনের মেয়াদের শেষ তারিখ হতে পরবর্তী ১ (এক) মাসের মধ্যে নবায়নের আবেদন নিষ্পত্তি করতে হবে;

৭.২ বাৎসরিক পারফরম্যান্স রিপোর্টের ভিত্তিতে জেলা সার ও বীজ মনিটরিং কমিটি সন্তোষজনক ডিলারদের সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে ডিলারশিপ নবায়ন করবে;

৭.৩ যে সকল ডিলার সার ডিলার নিয়োগ ও সার বিতরণ সংক্রান্ত সমন্বিত নীতিমালা-২০২৫ জারি হওয়ার পূর্বে বিএডিসি/বিসিআইসির সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ ছিলেন এবং যারা ডিলারশিপ অব্যাহত রাখতে ইচ্ছুক, তাদেরকে পূর্বের জামানতের সঙ্গে এ নীতিমালা জারির ১ (এক) মাসের মধ্যে উহার আওতায় ধার্যকৃত জামানত পূর্ণ করার জন্য অবশিষ্ট অর্থ জমা দিতে হবে। উক্তরূপে জামানত পরিশোধের পর তারা নবায়ন ফি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) পরিশোধপূর্বক সশরীরে উপস্থিত হয়ে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নতুন চুক্তিনামায় স্বাক্ষর করবেন, অন্যথায় ডিলারশিপ বাতিল বলে গণ্য হবে;

৭.৪ নবায়নের সময় ডিলারকে স্বশরীরে উপস্থিত হয়ে চুক্তি স্বাক্ষর করতে হবে এবং ডিলারশিপ সনদের কপি, পূর্বের নবায়নের কপি, হালনাগাদ ট্রেড লাইসেন্স ও আয়কর সনদ জমা দিতে হবে;

৭.৫ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নবায়ন করতে ব্যর্থ হলে ডিলারশিপ সাময়িকভাবে বাতিল বলে গণ্য হবে; এবং

৭.৬ জেলা সার ও বীজ মনিটরিং কমিটি তার জেলাধীন সার ডিলারদের হালনাগাদ তালিকা প্রতিবছর ৩০ জুনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট জেলার ওয়েবসাইটে ও দপ্তরের নোটিশ বোর্ডে প্রকাশ করে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, বিসিআইসি, বিএডিসি ও সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করবে। মহাপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর সকল জেলা হতে প্রাপ্ত ডিলারদের তালিকা সমন্বিত আকারে ১৫ জুলাইয়ের মধ্যে কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবেন।

৮। সার ডিলার সংক্রান্ত কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপনা কমিটি

১. অতিরিক্ত সচিব (সার ব্যবস্থাপনা ও উপকরণ), কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা	:	সভাপতি
২. যুগ্মসচিব (সার ব্যবস্থাপনা ও মনিটরিং), কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা	:	সদস্য
৩. যুগ্মসচিব (বিসিআইসি), শিল্প মন্ত্রণালয়, শিল্প ভবন, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা	:	সদস্য
৪. সদস্য পরিচালক (সার ব্যবস্থাপনা), বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি), ঢাকা	:	সদস্য
৫. পরিচালক (বাণিজ্যিক), বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন (বিসিআইসি), ঢাকা	:	সদস্য
৬. অতিরিক্ত পরিচালক (উপকরণ), কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা	:	সদস্য
৭. উপসচিব/কৃষি অর্থনীতিবিদ, সার ব্যবস্থাপনা অধিশাখা, কৃষি মন্ত্রণালয়।	:	সদস্য সচিব

সার ডিলার সংক্রান্ত কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপনা কমিটির কার্যপরিধি:

(ক) নতুন সার ডিলার নিয়োগের ক্ষেত্রে জেলা সার ও বীজ মনিটরিং কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত প্রদান;

(খ) সিটি কর্পোরেশন এলাকার জন্য কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সুপারিশের ভিত্তিতে ডিলারের সংখ্যা নির্ধারণ;

(গ) কমিটির সভাপতি কর্তৃক বিরোধ নিষ্পত্তিতে বিভাগীয় কমিশনারের সিদ্ধান্তের বিষয়ে আপিল কর্তৃপক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন;

(ঘ) সার ডিলার সংক্রান্ত যেকোনো বিরোধের চূড়ান্ত নিষ্পত্তিকারী হিসেবে দায়িত্ব পালন;

(ঙ) সার ডিলার ব্যবস্থাপনায় কৃষি ও শিল্প মন্ত্রণালয়কে লিখিত পরামর্শ প্রদান; এবং

(চ) কমিটি প্রয়োজনবোধে সভা আহ্বান করবে।

৯। বিভাগীয় সার ও বীজ মনিটরিং কমিটি

প্রতিটি বিভাগে সারের সরবরাহ, উত্তোলন/গুদামজাতকরণ, বিক্রয় ও মূল্যপরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ অর্থাৎ সার্বিক সার পরিস্থিতি মনিটরিং করার জন্য বিভাগীয় সার ও বীজ মনিটরিং কমিটি নিম্নরূপ গঠন হবে:

১.	বিভাগীয় কমিশনার	সভাপতি
২.	ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ	সদস্য
৩.	বিভাগের আওতাভুক্ত কৃষি অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালকগণ, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর	সদস্য
৪.	বিভাগের অধীন সকল জেলাপ্রশাসক	সদস্য
৫.	বিভাগের অধীন সকল জেলার উপপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর	সদস্য
৬.	বিভাগীয় প্রাণিসম্পদ অফিসার	সদস্য
৭.	বিভাগীয় মৎস্য অফিসার	সদস্য
৮.	বিভাগের অধীন সকল যুগ্মপরিচালক (সার), বিএডিসি	সদস্য
৯.	বিভাগের অধীন সকল উপপরিচালক (বীজ বিপণন), বিএডিসি	সদস্য
১০.	বিভাগীয় কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের প্রতিনিধি	সদস্য
১১.	বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সির প্রতিনিধি	সদস্য
১২.	বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) প্রতিনিধি (সীমান্তবর্তী বিভাগের জন্য)	সদস্য
১৩.	বাংলাদেশ ফার্টিলাইজার এসোসিয়েশন (বিএফএ)-এর প্রতিনিধি	সদস্য
১৪.	কমিটি মনোনীত একজন কৃষক প্রতিনিধি	সদস্য
১৫.	অতিরিক্ত পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের বিভাগীয় সদর সংশ্লিষ্ট অঞ্চল	সদস্য সচিব

বিভাগীয় সার ও বীজ মনিটরিং কমিটির কার্যপরিধি:

(ক) মন্ত্রণালয় থেকে প্রাতিষ্ঠানিক বরাদ্দকৃত সারসহ বিভাগের আওতাভুক্ত সকল জেলার সার্বিক সার পরিস্থিতি সংক্রান্ত বিষয়াদি অর্থাৎ সরবরাহ, উত্তোলন ও আগমন নিশ্চিতকরণ, ইউনিয়ন/পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশনের সংশ্লিষ্ট গুদামে গুদামজাতকরণ পর্যবেক্ষণ, বিক্রয় ও মূল্য পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ ইত্যাদি। কমিটির সভার কার্যবিবরণী নিয়মিতভাবে কৃষি মন্ত্রণালয়, শিল্প মন্ত্রণালয়, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, বিসিআইসি এবং বিএডিসি-এর নিকট প্রেরণ;

(খ) জেলার জন্য বরাদ্দকৃত সার কারখানা/বাফার গুদাম/মোকাম হতে উত্তোলনের পর সংশ্লিষ্ট ডিলার কর্তৃক সম্পূর্ণ সার বা তার অংশবিশেষ সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন/পৌরসভা/প্রযোজ্যক্ষেত্রে সিটি কর্পোরেশনে নিজ মালিকানা/ভাড়ায় নির্ধারিত গুদামে না নিয়ে মিল গেটে/বাফার গুদামের বাইরে বা পথিমধ্যে বিক্রি করা হচ্ছে কিনা, সে বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখাসহ সময়মতো ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কৃষি ও শিল্প মন্ত্রণালয়কে অবহিতকরণ;

(গ) বিভাগীয় পর্যায়ে মোট সারপ্রাপ্তি, গুদামজাতকরণ ও বিতরণ কার্যক্রমবিষয়ক মাসিক প্রতিবেদন কৃষি ও শিল্প মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ;

(ঘ) সার সরবরাহ ও মজুত কোনো জেলায় ঘাটতির সম্ভাবনা দেখা দিলে আন্তঃজেলায় স্থানান্তর/সমন্বয়ের মাধ্যমে পরিস্থিতি মোকাবিলায় ব্যবস্থা গ্রহণ;

(ঙ) কৃষকদের নাগালের মধ্যে সার রাখার নিমিত্ত বা সার বিতরণ সহজতর করার লক্ষ্যে স্থানীয় অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে প্রয়োজনীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তাৎক্ষণিকভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ;

(চ) কমিটি প্রয়োজনে সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে;

(ছ) কমিটির বীজ মনিটরিংসংক্রান্ত কার্যপরিধি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ (বীজ উইং, কৃষি মন্ত্রণালয়) জারি করবে;

(জ) কমিটি প্রতি ৩ (তিন) মাসে একবার সভা করবে।

১০। জেলা সার ও বীজ মনিটরিং কমিটি

প্রতিটি জেলায় সারের সরবরাহ, উত্তোলন/গুদামজাতকরণ, বিক্রয়, মূল্য পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ, সার ডিলার বাছাই, ডিলারদের কার্যকলাপ মূল্যায়ন অর্থাৎ সার্বিক সার পরিস্থিতি মনিটরিং করার জন্য জেলা সার ও বীজ মনিটরিং কমিটি নিম্নোক্তভাবে গঠিত হবে:

জেলার মাননীয় সংসদ সদস্যগণ	উপদেষ্টা
১. জেলাপ্রশাসক	সভাপতি
২ পুলিশ সুপার	সদস্য
৩. জেলাধীন সকল উপজেলা নির্বাহী অফিসার	সদস্য
৪. জেলাধীন সকল উপজেলা কৃষি অফিসার	সদস্য

৫. জেলা প্রাণিসম্পদ অফিসার	সদস্য
৬. জেলা মৎস্য অফিসার	সদস্য
৭. যুগ্মপরিচালক (সার), বিএডিসি	সদস্য
৮. উপপরিচালক (বীজ বিপণন), বিএডিসি	সদস্য
৯. জেলা কৃষি বিপণন কর্মকর্তা	সদস্য
১০. জেলা বীজ প্রত্যয়ন কর্মকর্তা	সদস্য
১১. উপপরিচালক, বিআরডিবি	সদস্য
১২. জেলা সমবায় অফিসার	সদস্য
১৩. সভাপতি, জেলা প্রেসক্লাব	সদস্য
১৪. সভাপতি, জেলা চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজ	সদস্য
১৫. অধিনায়ক, বিজিবি-এর সংশ্লিষ্ট ব্যাটালিয়ন (সীমান্তবর্তী জেলার জন্য)	সদস্য
১৬. বাফার গুদাম ইনচার্জ, বিসিআইসি	সদস্য
১৭. বাংলাদেশ ফার্টিলাইজার এসোসিয়েশন (বিএফএ)-এর ১ (এক) জন	সদস্য
১৮. কমিটি মনোনীত ১ (এক) জন কৃষক প্রতিনিধি	সদস্য
১৯. উপপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর	সদস্য সচিব

জেলা সার ও বীজ মনিটরিং কমিটির কার্যপরিধি:

(ক) ডিলার নিয়োগ, মন্ত্রণালয় থেকে প্রাতিষ্ঠানিক বরাদ্দকৃত সারসহ জেলার সার্বিক সার পরিস্থিতি সংক্রান্ত বিষয়াদি, অর্থাৎ সরবরাহ, উত্তোলন ও আগমন নিশ্চিতকরণ, প্রত্যয়নপত্র প্রদান, ইউনিয়ন/পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশনের সংশ্লিষ্ট ডিলারদের গুদামে গুদামজাতকরণ পর্যবেক্ষণ, বিক্রয় ও মূল্য পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ এবং ডিলারশিপ কার্যক্রম মূল্যায়ন করা ইত্যাদি। কমিটির সভার কার্যবিবরণী নিয়মিতভাবে কৃষি মন্ত্রণালয়, শিল্প মন্ত্রণালয়, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, বিসিআইসি এবং বিএডিসি-এর নিকট প্রেরণ;

(খ) সরকার কর্তৃক নির্ধারিত মূল্যে চাষি/কৃষকদের নিকট সার সরবরাহ নিশ্চিতকরণ;

(গ) উপজেলার প্রতিটি ইউনিয়ন, পৌরসভা এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সিটি কর্পোরেশনে নিযুক্ত সার ডিলারদের পারফরম্যান্স পর্যবেক্ষণের নিমিত্ত নির্ধারিত ছকে (**পরিশিষ্ট-২**) মাসিক একীভূত মূল্যায়ন প্রতিবেদন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর এবং কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ;

(ঘ) উপজেলার জন্য বরাদ্দকৃত সার কারখানা/বাফার গুদাম/মোকাম হতে উত্তোলনের পর সংশ্লিষ্ট ডিলার কর্তৃক সম্পূর্ণ সার বা তার অংশবিশেষ সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন/পৌরসভাপ্রযোজ্য ক্ষেত্রে সিটি কর্পোরেশনে নিজ মালিকানা/ভাড়ায় নির্ধারিত গুদামে না নিয়ে মিল গেটে/বাফার গুদামের বাইরে বা পথিমধ্যে বিক্রি করা হচ্ছে কিনা, সে বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখাসহ ডিলার চুক্তিনামায় বর্ণিত শর্তের আলোকে ব্যবস্থা গ্রহণ;

(ঙ) জেলার মোট সার প্রাপ্তি, গুদামজাতকরণ ও বিতরণ কার্যক্রমবিষয়ক পাক্ষিক প্রতিবেদন (সময়সহ) মহাপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর বরাবরে প্রেরণ;

(চ) সার সরবরাহকারী কর্তৃপক্ষ/প্রতিষ্ঠানের নিকট থেকে প্রাপ্ত চালানের পরিপ্রেক্ষিতে বিতরণ কার্যক্রম মনিটরিং;

(ছ) সার সরবরাহ ও মজুতে কোনো উপজেলায় ঘাটতির সম্ভাবনা দেখা দিলে আন্তঃউপজেলায় স্থানান্তর/সমন্বয়ের মাধ্যমে পরিস্থিতি মোকাবিলা করা ও চাহিদা মোতাবেক পুনঃবরাদ্দ প্রদান;

(জ) কৃষকদের নাগালের মধ্যে সার রাখার নিমিত্ত বা সার বিতরণ সহজতর করার লক্ষ্যে স্থানীয় অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে প্রয়োজনীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তাৎক্ষণিকভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ;

(ঝ) কোনো ডিলারের বিরুদ্ধে কোনো বিরূপ মন্তব্য বা অভিযোগ পাওয়া গেলে এবং তদন্তসাপেক্ষে ডিলার দোষী প্রমাণিত হলে তার ডিলারশিপ স্থগিত করে পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ;

(ঞ) কৃষি মন্ত্রণালয় থেকে উপজেলাভিত্তিক সার বরাদ্দ প্রদান করা না হলে উপজেলাভিত্তিক বরাদ্দ প্রদান। তবে জেলা সার ও বীজ মনিটরিং কমিটি কোনো অবস্থাতেই জেলার কোনো প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে কোনো ইউরিয়া বা নন-ইউরিয়া সার বরাদ্দ/উপ-বরাদ্দ করতে পারবে না; এবং

(ট) কমিটির বীজ মনিটরিংসংক্রান্ত কার্যপরিধি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ (বীজ উইং, কৃষি মন্ত্রণালয়) জারি করবেন।

১১। উপজেলা সার ও বীজ মনিটরিং কমিটি

উপজেলাধীন প্রতিটি ইউনিয়ন/পৌরসভার সার ও বীজ পরিস্থিতি মনিটরিং করার লক্ষ্যে নিম্নোক্তভাবে উপজেলা সার ও বীজ মনিটরিং কমিটি গঠিত হবে—

সংশ্লিষ্ট উপজেলার মাননীয় সংসদ সদস্য	উপদেষ্টা
১. উপজেলা নির্বাহী অফিসার	সভাপতি
২. উপজেলা প্রাণিসম্পদ অফিসার	সদস্য
৩. উপজেলা মৎস্য অফিসার	সদস্য
৪. উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা	সদস্য
৫. উপজেলা সমবায় অফিসার	সদস্য
৬. থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	সদস্য
৭. উপজেলাধীন সকল ইউপি চেয়ারম্যান	সদস্য
৮. বিএডিসি-এর উপজেলাস্থ বীজ/সার সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধি	সদস্য
৯. বাংলাদেশ ফার্টিলাইজার এসোসিয়েশন (বিএফএ)-এর প্রতিনিধি	সদস্য
১০. বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)-এর প্রতিনিধি (সীমান্তবর্তী উপজেলার জন্য)	সদস্য
১১. উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক মনোনীত একজন কৃষক প্রতিনিধি	সদস্য
১২. সভাপতি, উপজেলা প্রেসক্লাব	সদস্য
১৩. উপজেলা কৃষি অফিসার	সদস্য সচিব

উপজেলা সার ও বীজ মনিটরিং কমিটির কার্যপরিধি:

(ক) ডিলার নিয়োগের নিমিত্ত জেলা থেকে প্রাপ্ত আবেদনপত্র যাচাই-বাছাইপূর্বক মতামতসহ জেলা সার ও বীজ মনিটরিং কমিটির নিকট প্রেরণ;

(খ) ইউনিয়ন/পৌরসভার আবাদযোগ্য ফসলভিত্তিক জমির ভিত্তিতে সারের চাহিদা প্রণয়ন;

(গ) ডিলার কর্তৃক উত্তোলিত সার ইউনিয়ন/পৌরসভার সংশ্লিষ্ট ডিলার ইউনিট (কার্য এলাকায়) পর্যায়ে পৌঁছানো নিশ্চিতকরণ;

(ঘ) সরকার কর্তৃক নির্ধারিত মূল্যে চাষি/কৃষকদের নিকট সার সরবরাহ নিশ্চিতকরণ;

(ঙ) সারের অপপ্রয়োগ/অপব্যবহার রোধকল্পে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ;

(চ) প্রতিটি ইউনিয়ন/পৌরসভার সার বিতরণ কার্যক্রম মনিটরিং করার জন্য প্রয়োজনে উপজেলা পর্যায়ের একজন কর্মকর্তাকে ট্যাগ অফিসার হিসেবে নিয়োগ প্রদান;

(ছ) সরকার কর্তৃক অনুমোদিত জৈব ও অন্যান্য সার প্রস্তুতকারীদের কার্যক্রম তদারকি ও মূল্যায়ন করা এবং প্রস্তুতকৃত উক্ত সার ডিলারদের মাধ্যমে কৃষকদের মাঝে বিতরণের বিষয়টি নিশ্চিতকরণ;

(জ) ডিলারদের সার্বিক কার্যক্রম মূল্যায়ন এবং ডিলারদের কার্যক্রমে কোনো ব্যর্থতা/ব্যত্যয় পরিলক্ষিত হলে ডিলারশিপ চুক্তির শর্তের আলোকে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব জেলা সার ও বীজ মনিটরিং কমিটির নিকট প্রেরণ করা;

(ঝ) উপজেলার মোট সার প্রাপ্তি, গুদামজাতকরণ ও বিতরণ কার্যক্রমবিষয়ক প্রতিবেদন ইউনিয়নসমূহ হতে (সময়সহ) সংগ্রহপূর্বক জেলা সার ও বীজ মনিটরিং কমিটির নিকট প্রেরণ;

(ঞ) সার সরবরাহ ও মজুতে কোনো ইউনিয়নে/পৌরসভায় ঘাটতির কোনো সম্ভাবনা দেখা দিলে আন্তঃইউনিয়ন/পৌরসভার মধ্যে স্থানান্তর/সমন্বয়ের মাধ্যমে পরিস্থিতি মোকাবিলা করা;

(ট) উপজেলাস্থ ইউনিয়নসমূহের সারের চাহিদার মধ্যে উল্লেখ্যযোগ্য পার্থক্য থাকলে বছরের শুরুতেই মাসভিত্তিক (১২ মাসের) ইউনিয়নসমূহের সারের চাহিদা বা চাহিদার অনুপাত নির্ধারণ করে দেওয়া;

(ঠ) কৃষকদের মধ্যে যথাসময়ে নির্ধারিত মূল্যে সার সরবরাহ নিরবচ্ছিন্ন রাখার লক্ষ্যে স্থানীয় অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে প্রয়োজনীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তাৎক্ষণিকভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ; এবং

(ড) কমিটির বীজ মনিটরিং সংক্রান্ত কার্যপরিধি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ জারি করবেন।

১২। সার উত্তোলনের পদ্ধতি

১২.১ ইউনিয়ন/পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশনে নিয়োজিত প্রত্যেক ডিলারকে তার অধিক্ষেত্রের অনুমোদিত মাসিক চাহিদার ভিত্তিতে সার বরাদ্দ প্রদান করা হবে।

১২.২ সার সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান/কর্তৃপক্ষ/বেসরকারি আমদানিকারক সার সরবরাহের চালানের কপি ই-মেইলে এবং ডিলারের মাধ্যমে তাৎক্ষণিকভাবে উপজেলা সার ও বীজ মনিটরিং কমিটির সভাপতি/সদস্যসচিব এর নিকট প্রেরণ করবে;

১২.৩ যেকোনো জেলায় সার পরিবহণের সুবিধার্থে নিকটতম কারখানা/বাফার গুদাম/মোকাম থেকে সার সরবরাহের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

১২.৪ জেলার বাফার গুদাম থেকে ডিলারদের মাধ্যমে ইউনিয়ন পর্যায়ে সার সরবরাহ করা হবে। কারখানায় উৎপাদিত ও আমদানিকৃত সার সরাসরি বিসিআইসি/বিএডিসি কর্তৃক পরিবহণ করে বাফার গুদামে গুদামজাত করতে হবে। তবে, বাফার গুদাম না হওয়া পর্যন্ত (নির্মাণ বা ভাড়ায়) ১২.৩ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে হবে;

১২.৫ ইউনিয়ন, পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশনের চাহিদা অনুসারে সারের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা এবং ডিলার ব্যতীত উত্তোলিত সার অন্য মধ্যস্বত্বভোগীদের নিয়ন্ত্রণে যাওয়ার বিষয়টি কঠোরভাবে রোধ করার জন্য ডিলারদের অনুকূলে বরাদ্দকৃত সার ডিলার নিজেই উত্তোলন করবেন অথবা তার প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী/কর্মকর্তাদের মধ্য থেকে একজনকে উত্তোলনের ক্ষমতা প্রদান করবেন। সেক্ষেত্রে ডিলার উক্ত মনোনীত প্রতিনিধির ছবি প্রত্যয়নপূর্বক লিখিতভাবে এই উত্তোলনের ক্ষমতা প্রদান করবেন এবং উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা উক্ত ক্ষমতাপত্রে প্রতিস্বাক্ষর করবেন;

১২.৬ প্রত্যেক ডিলার তার অনুকূলে মাসিক বরাদ্দকৃত সারের নির্ধারিত মূল্য জমা প্রদানপূর্বক সংশ্লিষ্ট কারখানা/বাফার গুদাম/মোকাম হতে যথাসময়ে সার উত্তোলন করে স্ব-স্ব ইউনিয়ন/পৌরসভা/প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সিটি কর্পোরেশনে তার গুদামে পৌঁছানো নিশ্চিত করবেন;

১২.৭ সার স্ব-স্ব এলাকায় পৌঁছানোর পর ডিলারগণ সংশ্লিষ্ট উপজেলা কৃষি অফিসে বা উপজেলা কৃষি কর্মকর্তার মনোনীত উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তার নিকট সারের আগমনী বার্তা (Arrival Report) দাখিল করবেন। উপজেলা কৃষি অফিসার/অতিরিক্ত কৃষি অফিসার/কৃষি সম্প্রসারণ অফিসার গুদাম পরিদর্শনপূর্বক ডিলারের সংশ্লিষ্ট রেজিস্টারে স্বাক্ষরসহ বিক্রয়ের অনুমতি প্রদান করবেন;

১২.৮ ডিলারগণ পরবর্তী মাসের সার উত্তোলনের পূর্বেই পূর্ববর্তী মাসের উত্তোলনকৃত সার এলাকায় পৌঁছানো ও বিতরণ সংক্রান্ত উপজেলা নির্বাহী অফিসার/উপজেলা কৃষি অফিসার কর্তৃক ইস্যুকৃত প্রত্যয়নপত্র সংশ্লিষ্ট কারখানা/বাফার গুদাম/মোকাম কর্তৃপক্ষের নিকট জমা দিবেন। অনুচ্ছেদ ১২.৬ অনুযায়ী কোনো মাসের সার উত্তোলন না করলে তার পূর্ববর্তী মাসের প্রত্যয়ন পত্র জমা দিতে হবে। উক্ত প্রত্যয়নপত্র জমা প্রদান করা না হলে সংশ্লিষ্ট মাসের সার সরবরাহ বন্ধ থাকবে এবং এজন্য এলাকায় সারের কোনো সংকট সৃষ্টি হলে সংশ্লিষ্ট ডিলারগণ দায়ী থাকবেন। এ ক্ষেত্রে প্রয়োজনে উক্ত সার ইউনিয়নের অপর ডিলারকে বরাদ্দ প্রদান করা যাবে। বিসিআইসি/বিএডিসি বা বেসরকারি আমদানিকারক কর্তৃক নির্ধারিত তারিখের মধ্যে ডিলারকে সারের মূল্য কারখানা/বাফার গোডাউন মোকামে জমাপূর্বক সার উত্তোলন করতে হবে। তবে ডিলারকে প্রত্যেক মাসের প্রথম তারিখের পূর্বেই সার উত্তোলনপূর্বক কৃষকদের নিকট বিক্রয়ের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে এবং বিএডিসি/বিসিআইসি/ বেসরকারি আমদানিকারক সে মোতাবেক সারের মূল্য গ্রহণ ও সরবরাহ নিশ্চিত করবে।

১২.৯ কৃষি মন্ত্রণালয়ের অফিস আদেশের ভিত্তিতে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সরকারি/বেসরকারি প্রতিষ্ঠান/সংস্থাকে প্রাতিষ্ঠানিক কোটার ইউরিয়া, টিএসপি, ডিএপি, এমওপি ইত্যাদি সার বিসিআইসি/বিএডিসি/বেসরকারি আমদানিকারকগণ সরকার কর্তৃক নির্ধারিত মূল্যে সরবরাহ করবে;

১২.১০ ইউনিয়ন/পৌরসভার ডিলারশিপের মালিকের মৃত্যুজনিত অথবা অন্য কোনো কারণে ডিলারশিপ শূন্য হলে অনুচ্ছেদ-১৬.৫ ও ১৬.৬ এর আলোকে সাময়িক ডিলারশিপ প্রদানের পূর্ব পর্যন্ত উপজেলা সার ও বীজ মনিটরিং কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে সাময়িকভাবে একই ইউনিয়নের পার্শ্ববর্তী ডিলারকে ঐ ডিলার ইউনিটের বরাদ্দকৃত সার উত্তোলন ও বিতরণের ক্ষমতা প্রদান করা যেতে পারে। একইভাবে সিটি কর্পোরেশনের কোনো ডিলারশিপের মালিকের মৃত্যুজনিত অথবা অন্য কোনো কারণে ডিলারশিপ শূন্য হলে সংশ্লিষ্ট জেলা সার ও বীজ মনিটরিং কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে সাময়িকভাবে একই সিটি কর্পোরেশনের অন্যান্য ডিলারকে উক্ত ডিলারের বিপরীতে বরাদ্দযোগ্য সার উত্তোলন ও বিতরণের ক্ষমতা প্রদান করা যেতে পারে।

১৩। নিয়োগপ্রাপ্ত সার ডিলারদের সার বিক্রয়কেন্দ্র স্থাপন ও ব্যবস্থাপনা

১৩.১ কৃষকদের মাঝে যথাসময়ে সার সরবরাহের জন্য প্রত্যেক সার ডিলারের অধীনে ০৩ (তিন)টি করে বিক্রয়কেন্দ্র থাকবে। ইউনিয়ন পর্যায়ে ডিলারের মূল গুদাম যে ওয়ার্ডে অবস্থিত সেখানে ০১ (এক)টি এবং অপর দুটি ওয়ার্ডের সুবিধাজনক স্থানে (উপজেলা সার ও বীজ মনিটরিং কমিটির নির্দেশনা অনুযায়ী) ০১ (এক)টি করে সার বিক্রয়কেন্দ্র স্থাপন করতে হবে। পৌরসভা এবং সিটি কর্পোরেশনে নিযুক্ত সার ডিলারগণও একইভাবে কৃষকদের জন্য সুবিধাজনক স্থানে ০৩ (তিন)টি বিক্রয়কেন্দ্র স্থাপন করবে;

১৩.২ মূল গুদামের সারের বিক্রয়কেন্দ্র ব্যতীত অপর দুটি বিক্রয়কেন্দ্রের প্রতিটির সার ধারণক্ষমতা হবে ৫–১০ মেট্রিক টন;

১৩.৩ বস্তাবন্দি সার যথাযথভাবে সংরক্ষণের জন্য বিক্রয়কেন্দ্রের ভিটি স্বাভাবিক বন্যাসীমার চেয়ে উঁচু ও পাকা থাকতে হবে: তবে, শর্ত থাকে যে, খাবারের দোকান/রেস্টুরেন্ট, গো-খাদ্য, মাছের খাবার, সবজি দোকান-এর পাশে সার বিক্রয়কেন্দ্র করা যাবে না এবং একই বিক্রয়কেন্দ্রে সারের সঙ্গে বীজ ও বালাইনাশক সংরক্ষণ করা যাবে না;

১৩.৪ প্রত্যেক ডিলারের আওতাধীন প্রতিটি বিক্রয়কেন্দ্রে দর্শনযোগ্য স্থানে সারের নাম, মজুদ, বিক্রয়মূল্য ইত্যাদি তথ্যসংবলিত সাইনবোর্ড স্থাপন করতে হবে।

১৪। কৃষক পর্যায়ে সার বিতরণ প্রক্রিয়া

১৪.১ ডিলারগণ নিজে এবং তার নিযুক্ত কর্মচারীদের মাধ্যমে তাদের আওতাধীন বিক্রয় কেন্দ্রে কৃষকের নিকট সার বিক্রয় করবেন;

১৪.২ প্রত্যেক ডিলার একটি সার উত্তোলন রেজিস্টারে মাসের বরাদ্দকৃত ও উত্তোলনকৃত সারের তথ্যাবলি নির্ধারিত ছকে (**পরিশিষ্ট-৩**) লিপিবদ্ধ করবে। তার অধীনস্থ তিনটি বিক্রয়কেন্দ্রে একইভাবে আলাদা তিনটি স্টক রেজিস্টারে সারের তথ্যাবলি নির্ধারিত ছকে লিপিবদ্ধ করবে;

১৪.৩ কৃষক উক্ত বিক্রয়কেন্দ্রসমূহ থেকে সরাসরি প্রয়োজনীয় পরিমাণ সার সরকার কর্তৃক নির্ধারিত মূল্যে ক্রয় করতে পারবে;

১৪.৪ ডিলার অনুমোদিত উৎস ব্যতীত অন্য কোনো উৎস থেকে সার সংগ্রহ, পরিবহন বা ক্রয়-বিক্রয় করতে পারবেন না;

১৪.৫ ডিলারগণ নির্ধারিত ক্যাশমেমোর মাধ্যমে সার বিক্রয় করবে। ক্যাশমেমোতে ক্রেতার নাম, ঠিকানা ও মোবাইল নম্বর লিখতে হবে এবং ক্রেতার স্বাক্ষর নিতে হবে। এছাড়া, দৈনিক সার বিক্রয় রেজিস্টার প্রভৃতি সংরক্ষণ করবে;

১৪.৬ সার ডিলারগণ সরকার কর্তৃক নির্ধারিত তদারকি কর্তৃপক্ষ, সার পরিদর্শক ও সার সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের যে কোনো কর্মকর্তার নিকট সারবিষয়ক যাবতীয় তথ্য চাহিবামাত্র উপস্থাপনে বাধ্য থাকবে ও সহযোগিতা করবে;

১৪.৭ এক উপজেলার জন্য বরাদ্দকৃত সার অন্য উপজেলায় হস্তান্তরযোগ্য নয়। তবে, জরুরি প্রয়োজনে জেলা সার ও বীজ মনিটরিং কমিটির সিদ্ধান্তক্রমে এক উপজেলার জন্য বরাদ্দকৃত সার অন্য উপজেলায় স্থানান্তর করা যাবে। কর্তৃপক্ষ কর্তৃক এক উপজেলার চাহিদা পূরণে অপর উপজেলা থেকে সার হস্তান্তরের নির্দেশনা প্রদান ব্যতীত কোনো ডিলার সার হস্তান্তর করলে তার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা হিসেবে উপজেলা কৃষি অফিসার/অতিরিক্ত কৃষি অফিসার/কৃষি সম্প্রসারণ অফিসার কর্তৃক বরাদ্দ স্থগিত করে ডিলারশিপ বাতিলের ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্ত জেলা সার ও বীজ মনিটরিং কমিটির নিকট সুনির্দিষ্ট মতামতসহ প্রস্তাব প্রেরণ করবে; এবং

১৪.৮ কোনো ডিলারের কোনো নির্দিষ্ট মাসে সার উত্তোলন না করার অভিপ্রায় থাকলে পূর্ববর্তী মাসের ৫ তারিখের মধ্যে লিখিতভাবে উপজেলা কৃষি অফিসারকে জানাতে হবে। উপজেলা কৃষি অফিসার তা উপজেলা সার ও বীজ মনিটরিং কমিটির অনুমোদনক্রমে অন্য ডিলারের মধ্যে বরাদ্দ প্রদান করবেন। তবে একই অর্থবছরে পরপর দুইবার মাসিক বরাদ্দকৃত সার উত্তোলনে ব্যর্থ হলে তার ডিলারশিপ সরাসরি যথানিয়মে বাতিল হবে।

১৫। অভিযোগ বা চুক্তিভঙ্গের কারণে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা

১৫.১ উপপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর/উপজেলা নির্বাহী অফিসার/উপজেলা কৃষি অফিসার সার ডিলারের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ বা চুক্তিভঙ্গের কারণে ডিলারশিপ বাতিলের সুপারিশ করলে অথবা অন্য কোনো সূত্র থেকে প্রাপ্ত অভিযোগ প্রমাণিত হলে, তা জেলা সার ও বীজ মনিটরিং কমিটির সভায় পেশ করতে হবে। এভাবে জেলা সার ও বীজ মনিটরিং কমিটি কর্তৃক কোনো ডিলারের ডিলারশিপ বাতিল ব্যতীত অন্য কোনোরূপ শাস্তির (ডিলারশিপ/ বরাদ্দ স্থগিত ইত্যাদি) সুপারিশ করা হলে তা ডিলারকে পত্র মারফত অবহিত করতে হবে। তবে, জেলা সার ও বীজ মনিটরিং কমিটি কোনো ডিলারের ডিলারশিপ বাতিলের সুপারিশ করলে তা ১০ (দশ) কর্মদিবসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট সকল কাগজপত্রসহ চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের নিমিত্ত বিভাগীয় কমিশনারের নিকট প্রেরণ করতে হবে। বিভাগীয় কমিশনার জেলা সার ও বীজ মনিটরিং কমিটির উক্ত সুপারিশের উপর প্রয়োজনে শুনানিক্রমে এক মাসের মধ্যে চূড়ান্ত নির্দেশনা/সিদ্ধান্ত প্রদানপূর্বক জেলা সার ও বীজ মনিটরিং কমিটিকে অবহিত করবে। জেলা সার ও বীজ মনিটরিং কমিটি উক্ত চূড়ান্ত নির্দেশনা লিখিতভাবে ডিলারকে অবহিত করবে। তবে জেলা কমিটি এ ধরনের কোনো সুপারিশ প্রণয়ণের পূর্বে অভিযোগ সর্ম্পকে নিশ্চিত হওয়া ও আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য অভিযুক্ত ডিলারকে কারণ দর্শানোর নোটিশ জারি করবে এবং প্রয়োজনে তদন্ত কমিটির মাধ্যমে তদন্তের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;

১৫.২ বিভাগীয় কমিশনার কর্তৃক প্রদত্ত উক্তরূপ কোনো চূড়ান্ত নির্দেশনা/সিদ্ধান্তের বিষয়ে সংক্ষুব্ধ হলে ডিলার পত্র প্রাপ্তির ১০ (দশ) কর্মদিবসের মধ্যে সভাপতি, সার ডিলার সংক্রান্ত কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপনা কমিটির নিকট আপিল করতে পারবে। আপিল কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় শুনানি অন্তে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে বিভাগীয়/জেলা সার ও বীজ মনিটরিং কমিটিকে লিখিতভাবে অবহিত করবে। এক্ষেত্রে সার ডিলার সংক্রান্ত কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপনা কমিটির সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে;

১৫.৩ একই অর্থবছরে পরপর দুইবার কিংবা সমগ্র অর্থবছরে মোট ৩ (তিন) বার মাসিক বরাদ্দকৃত সার উত্তোলন করতে ব্যর্থ হলে জেলা সার ও বীজ মনিটিরিং কমিটি অভিযুক্ত ডিলারের জামানত বাজেয়াপ্তসহ ডিলারশিপ বাতিল করতে পারবে। এক্ষেত্রে ১৫.১ ও ১৫.২ বর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণের প্রয়োজন হবে না; এবং

১৫.৪ তদারকি কর্তৃপক্ষ ডিলার কর্তৃক সংগঠিত কোনো অনিয়ম সরাসরি প্রত্যক্ষ করলে বা ডিলার, কর্তৃপক্ষের কোনো গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ লঙ্ঘন করলে বা ডিলারের বিরুদ্ধে কোনো বস্তুনিষ্ঠ অভিযোগ উত্থাপিত হলে এবং তা কর্তৃপক্ষ আমলে নিলে ডিলারের ডিলারশিপ ও বরাদ্দ স্থগিত করা, বিক্রয় বন্ধ রাখা, সর্তক করে দেয়াসহ তাৎক্ষণিক শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে। উক্ত ডিলারের বিরুদ্ধে গৃহীত শাস্তিমূলক ব্যবস্থা সম্পর্কে জেলা সার ও বীজ মনিটরিং কমিটিকে অবহিত করতে হবে। ডিলারশিপ স্থগিতের ক্ষেত্রে ১ (এক) মাসের মধ্যে তা নিষ্পত্তি অথবা অনুচ্ছেদ ১৫.১ ও ১৫.২ অনুসরণে ডিলারশিপ বাতিলের কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে অন্যথায় স্থগিতাদেশ বাতিল বলে গণ্য হবে।

১৬। ডিলারশিপ প্রত্যাহার/বাতিল/ হস্তান্তর ও সাময়িক ডিলারশিপ প্রদান

১৬.১ বাৎসরিক চুক্তির সমাপ্তিতে পারফরম্যান্স প্রতিবেদনের বিবেচনায় পুনঃনবায়ন না হলে ডিলারশিপের অবসান ঘটবে। কর্তৃপক্ষ বা ডিলার, যে কোনো পক্ষ ৩ (তিন) মাসের আগাম নোটিশের মাধ্যমে ডিলারশিপের অবসান করতে পারবে। এছাড়া সার বিতরণ ও ডিলার নিয়োগ নীতিমালা পরিবর্তন/সংশোধনের প্রয়োজনে যেকোনো সংখ্যক বা সকল ডিলারের ডিলারশিপ বাতিলের ক্ষমতা সরকার সংরক্ষণ করেন। এসকল ক্ষেত্রে ১৫.১ ও ১৫.২-এ বর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণের প্রয়োজন হবে না;

১৬.২ আর্থিক অসচ্ছলতা বা অন্য কোনো অসুবিধার কারণে ডিলার যদি ব্যবসা পরিচালনায় অসমর্থ হন বা ডিলারশিপ সমর্পণ করতে চায়, তবে ডিলার সংশ্লিষ্ট উপজেলার কৃষি অফিসারের মাধ্যমে জেলা সার ও বীজ মনিটরিং কমিটির সভাপতি বরাবরে আবেদন করে ডিলারশিপ সমর্পণ করতে পারবে। ডিলারের আবেদনের ভিত্তিতে যাবতীয় পাওনা (যদি থাকে) কর্তনপূর্বক জামানতের অর্থ ফেরত প্রদান করা হবে। ডিলারশিপ একবার সমর্পণ বা প্রত্যাহার করা হলে তা পুনরায় চালু বা পুনর্বহাল করার কোনো সুযোগ থাকবে না;

১৬.৩ কোনো ব্যক্তি একটির বেশি ডিলারশিপের জন্য যোগ্য হবেন না। ডিলারশিপ অনুমোদনের পর এ ধরনের কোনো অভিযোগ প্রমাণিত হলে জামানতসহ তাঁর সকল ডিলারশিপ বাতিল হবে;

১৬.৪ চুক্তিভঙ্গের কারণ ঘটলে ডিলারশিপ বাতিল করা হবে ও সমুদয় জামানত বাজেয়াপ্ত করা যাবে;

১৬.৫ ডিলারের মৃত্যু বা অক্ষমতাজনিত কারণে পরিবারের সদস্যদের মধ্য হতে সকলের সম্মতিতে একজন অনুচ্ছেদ ৪.২(ছ) অনুযায়ী সাময়িক ডিলারশিপ পরিচালনার আবেদন করতে পারবে। জেলা সার ও বীজ মনিটরিং কমিটির সুপারিশ ছাড়া সার ডিলারশিপ হস্তান্তর বা মালিকানা পরিবর্তন করা যাবে না;

১৬.৬ সাধারণভাবে ডিলারশিপ হস্তান্তরযোগ্য হবে না। তবে, ডিলারের মৃত্যু ঘটলে, ডিলার গুরুতর অসুস্থ, শারীরিকভাবে অক্ষম বা চলৎশক্তিহীন হয়ে পড়লে অনুচ্ছেদ ১২.১০ অনুযায়ী সাময়িক ডিলারশিপ হস্তান্তরের আবেদন বিবেচনা করা যাবে। গুরুতর অসুস্থ/শারীরিকভাবে অক্ষম/চলৎশক্তিহীন হওয়ার সপক্ষে জেলার সিভিল সার্জন বা মেডিক্যাল বোর্ডের মূল সনদ সংযুক্ত থাকতে হবে। সাময়িক ডিলারশিপের আবেদন মঞ্জুরের পর ৬ (ছয়) মাস তার ডিলারশিপের পারফরম্যান্স পরীক্ষান্তে জেলা সার ও বীজ মনিটরিং কমিটি সন্তোষজনক মনে করলে তার ডিলারশিপ হস্তান্তরের জন্য সুপারিশ করবে। অপরদিকে সন্তোষজনক মনে না করলে সেক্ষেত্রে নতুন ডিলার নিয়োগের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

১৭। নীতিমালার পরিধি

উৎপাদিত ও আমদানিকৃত ইউরিয়া, ডিএপি, টিএসপি ও এমওপিসার এ নীতিমালার অন্তর্ভুক্ত হবে। তবে সরকার প্রয়োজন মনে করলে অন্য যে-কোনো সারকে এ নীতিমালার অন্তর্ভুক্ত করতে পারবে।

১৮। নীতিমালার কার্যকারিতা

১৮.১ সার ডিলার নিয়োগ ও সার বিতরণ সংক্রান্ত সমন্বিত নীতিমালা-২০২৫ অনতিবিলম্বে কার্যকর হবে। নীতিমালা জরির তারিখ থেকে এ নীতিমালায় উল্লিখিত কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে;

১৮.২ সার ডিলার নিয়োগ ও সার বিতরণ সংক্রান্ত সমন্বিত নীতিমালা-২০২৫ কার্যকরের তারিখ হতে সার ডিলার নিয়োগ ও সার বিতরণ সংক্রান্ত সমন্বিত নীতিমালা-২০০৯, বিএডিসি'র বীজ ডিলার হতে বিএডিসি-এর সার ডিলার নিয়োগ ও সার বিতরণ পদ্ধতি এবং শর্তাবলি-২০১০ ও সার ডিলার সম্পর্কিত পূর্বে জারীকৃত সকল আদেশ বাতিল বলে গণ্য হবে। তবে ইতঃপূর্বে জারীকৃত নীতিমালা/পদ্ধতি-এর আওতায় সম্পাদিত কাজ যথানিয়মে সম্পাদিত হয়েছে বলে গণ্য হবে। পূর্বের নীতিমালা ও পদ্ধতির আওতাধীন সময়ে ডিলারগণের কোনো বিষয়ে কার্যক্রম চলমান থাকলে (প্রশাসনিক কিংবা আইনগত বিষয়) কিংবা উক্ত সময়ে কৃত কোনো বিরোধ অনিষ্পন্ন থাকলে, তা একই (পূর্বের) নীতিমালা ও পদ্ধতির আলোকে নিষ্পত্তি করা যাবে।

১৯। <u>বিশেষ এখতিয়ার</u>

এই নীতিমালার বিষয়ে কোনো ব্যাখ্যা প্রদান, সংশোধন বা পরিমার্জন করার ক্ষমতা কৃষি মন্ত্রণালয়ের এখতিয়ারভুক্ত থাকবে।

ড. মোহাম্মদ এমদাদ উল্লাহ মিয়ান
সচিব।

পরিশিষ্ট-১

ছবি

সার ডিলারশিপের জন্য আবেদন ফরম

১. ডিলার ইউনিটের তথ্য

- ডিলার ইউনিটের নাম:
- কার্য এলাকা (ইউপি ওয়ার্ড/পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশনের নির্দিষ্ট এলাকা):
  ....
  ....

২. আবেদনকারীর ব্যক্তিগত তথ্য

১. আবেদনকারীর নাম: ....

২. পিতার/স্বামীর নাম: ....

৩. মাতার নাম: ....

৪. জন্ম তারিখ: .... বয়স: .... বছর

৫. জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর: ....

৬. স্থায়ী ঠিকানা:
গ্রাম/মহল্লা: .... ইউনিয়ন/ওয়ার্ড: ....
থানা/উপজেলা: ....জেলা: ....

৭. বর্তমান ঠিকানা:
গ্রাম/মহল্লা: .... ইউনিয়ন/ওয়ার্ড: ....
থানা/উপজেলা: .... জেলা: ....

৮. মোবাইল ফোন নম্বর: .... ই-মেইল এড্রেস: ....

৯. ট্যাক্স আইডেন্টিফিকেশন নম্বর (টিআইএন): ....

৩. ব্যবসায়িক তথ্য

১. **বিক্রয়কেন্দ্রের ঠিকানা:**
………………………………………………………………………

২. **গুদামের ঠিকানা:**
………………………………………………………………………

৩. **গুদামের ধারণক্ষমতা:** ………………… মেট্রিক টন (ন্যূনতম ৫০ মেট্রিক টন)

৪. **গুদাম মালিকানা অবস্থা:** ☐ নিজস্ব ☐ ভাড়া

৫. **ট্রেড লাইসেন্স নম্বর (হালনাগাদ):** ………………………………………
ইস্যুর তারিখ: …………………

৬. **ব্যাংক স্বচ্ছলতার সনদ (ন্যূনতম ১০ লক্ষ টাকা):** ইস্যুকারী ব্যাংকের নাম:
……………………………………………………………

৭. **কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর হতে সার সংরক্ষণ/বিতরণ/বিপণনের নিবন্ধন নম্বর:**
………………………………………………………………………
…………………………………

৮. **আবেদনকারীর আর্থিক স্বচ্ছলতার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা:**
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………

---

৪. অভিজ্ঞতার বিবরণ (যদি থাকে)

পূর্বে সার/বীজ/কৃষি উপকরণ ব্যবসার অভিজ্ঞতা: ☐ আছে ☐ নেই
যদি থাকে, বিবরণ ও প্রমাণাদি:
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
……………………………………………………………

৫. পরিবারের সদস্যদের তালিকা

ক্র. নং	নাম	আত্মীয়তার সম্পর্ক	বয়স	পেশা
১				
২				
৩				
৪				
৫				

নোট: পরিবারের সদস্য বলতে পিতা, মাতা, পুত্র, অবিবাহিত কন্যা ও নির্ভরশীল ভাই-বোন বোঝানো হয়েছে।

৬. সংযুক্ত কাগজপত্রের তালিকা (যথাযথ ঘরে ✓ চিহ্ন দিন)

ক্র. নং	কাগজপত্রের নাম	সংযুক্ত	মন্তব্য
১	জাতীয় পরিচয়পত্র	☐	
২	স্থানীয় কর্তৃপক্ষ প্রদত্ত নাগরিকত্ব সনদ	☐	
৩	পাসপোর্ট সাইজ ছবি (৪ কপি)	☐	
৪	হালনাগাদ ট্রেড লাইসেন্স	☐	
৫	দোকান/গুদামের মালিকানা/ভাড়ার চুক্তিনামা	☐	
৬	ব্যাংক স্বচ্ছলতার সনদ	☐	
৭	হালনাগাদ আয়কর রিটার্ন দাখিলের সনদ	☐	
৮	পূর্ব অভিজ্ঞতার প্রমাণ (যদি থাকে)	☐	
৯	আবেদন ফি (২০০০ টাকা) পোস্টাল/পে-অর্ডার/ডিডি	☐	
১০	আর্নেস্টমানি বাবদ ১০,০০০ টাকা পে-অর্ডার/ডিডি	☐	

৭. ঘোষণাপত্র

আমি এই মর্মে ঘোষণা করছি যে, উপরে প্রদত্ত সকল তথ্য সঠিক ও সত্য। কোনো তথ্য ভুয়া/জাল প্রমাণিত হলে তার দায়ভার আমি গ্রহণ করবো এবং কর্তৃপক্ষের যেকোনো সিদ্ধান্ত মেনে নেব।

আবেদনকারীর নাম: ....

স্বাক্ষর: .... তারিখ: ....

---

৮. শুধুমাত্র দাপ্তরিক ব্যবহারের জন্য

(অফিস কর্তৃক পূরণীয়)

আবেদন গ্রহণের তারিখ: ....আবেদন নং: ....

আবেদন ও সংযুক্ত কাগজপত্র যাচাই (গ্রহণকালীন) : ☐ সম্পূর্ণ ☐ অসম্পূর্ণ

মন্তব্য:

....

....

গ্রহণকারীর নাম ও পদবি: ....

স্বাক্ষর ও সীল: ....

পরিশিষ্ট-২

সার ডিলারদের পারফরম্যান্স পর্যবেক্ষণ ছক

অর্থবছর: ....

১) বিবেচ্য অর্থবছরে বরাদ্দের বিপরীতে সার উত্তোলন/ অনুত্তোলন সংক্রান্ত তথ্য:

ক) সার উত্তোলিত মোট মাসের সংখ্যা:....................................

খ) সার অনুত্তোলিত মোট মাসের সংখ্যা ও মাসের নাম:

....

গ) অনুত্তোলনের কারণ:

....

ঘ) অন্যান্য তথ্য:

....
....

২) গোডাউন সংক্রান্ত তথ্য:

ক) মূল গোডাউন:

....

খ) বিক্রয় কেন্দ্রের গোডাউন:

....

৩) নীতিমালা প্রতিপালন সংক্রান্ত:

ক) বিবেচ্য অর্থবছরে তিনি নীতিমালার কোনো শর্ত লঙ্ঘন করেছেন কিনা? করে থাকলে তার বিবরণ:

....

....

খ) যদি শর্ত লঙ্ঘন করে থাকেন তাহলে তার বিরুদ্ধে গৃহীত ব্যবস্থার বিবরণ:

....

....

৪) সার সরবরাহ ও বিক্রয় সংক্রান্ত তথ্যাবলি:

ক) দৈনিক বিক্রয় রেজিস্টার:...

খ) বিক্রয় রশিদ প্রদান করা হয় কিনা? ....

গ) বিক্রয় রশিদে চাষিদের স্বাক্ষর/টিপসই নেয়া হয় কিনা? ....

ঘ) ডিলার নিজে বা তার নিযুক্ত কর্মচারী দ্বারা বিক্রয় কেন্দ্র পরিচালিত হয় কিনা? ......

ঙ) পরিদর্শনকালে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনা প্রতিপালিত হয়েছে কিনা? ....

চ) তার বিরুদ্ধে সার সরবরাহ ও বিক্রয় সংক্রান্ত কোনো প্রকার অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছিলো কিনা? হয়ে থাকলে তার বিবরণ: ....

৫) কর্মকর্তার মন্তব্য/ সুপারিশ: ....

মূল্যায়নকারী কর্মকর্তার নাম, পদবি, স্বাক্ষর ও সীল

পরিশিষ্ট-৩

সারের মাসিক বরাদ্দ, উত্তোলন ও বিক্রয় সংক্রান্ত তথ্য ছক

অর্থবছর:

মাস:

বরাদ্দ ও উত্তোলনের বিবরণ		সার				অফিসারের মন্তব্য ও স্বাক্ষর
		ইউরিয়া	টিএসপি	ডিএপি	এমওপি	
পূর্ববর্তী মাসের জের (মেঃটন/কেজি)						
বরাদ্দ	বরাদ্দের তারিখ					
	বরাদ্দের পরিমাণ (মেঃটন)					
	উৎস (বিসিআইসি/বিএডিসি/বেসরকারি আমদানিকারক)					
উত্তোলন	উত্তোলনের তারিখ					
	উত্তোলনের পরিমাণ (মেঃটন)					
	অনুত্তোলিত সারের পরিমাণ (মেঃটন/কেজি)					
	উৎস (বিসিআইসি/বিএডিসি/বেসরকারি আমদানিকারক)					
বিক্রয়	বর্ণিত মাসে মোট বিক্রয় (মেঃটন)					
	মাস শেষে অবিক্রিত স্থিতি (মেঃটন)					

মোহাম্মদ আবু ইউসুফ, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ নজরুল ইসলাম, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও,
ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd